দৈনিক

তারিখ ... OCT. 30.2006

সেশনজট ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীর চিন্তা-চেতনা

নকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা দেশের
বিশ্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা
এবং সে সঙ্গে নিজেদের পরিবেশকে জয়
র নামই আধুনিক শিক্ষা। আর এই শিক্ষার
মিক পর্যায় পরিবার। এরপর প্রাথমিক
লয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক
লয়। এইসব স্তরকে আমরা প্রাথমিক স্তর
রা। কেননা এখানে আমরা যে শিক্ষা অর্জন
সেটা মুখস্ত বিদ্যা ও অনুকরণমূলক শিক্ষা, যা
দের ব্যক্তিজীবনে কাজে লাগে। কিন্তু এর
র্ণ বিকাশ লাভ করে পরবর্তী স্তরে, যে স্তরকে
া দ্বিতীয় স্তর বলবো দর্শনের ছাত্র হিসেবে।
দার্শনিক শিক্ষার শুরু হয় এখান থেকেই।
এই দার্শনিক শিক্ষার স্তর হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।
া এখানকার শিক্ষা হয় চিন্তামূলক,
ণামূলক ও অনুধ্যানমূলক। এখানকার শিক্ষা
খস্ত বিদ্যা। আর এমনই একটি সরকারি
দ্যালয়ে আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের
মেয়েরা পড়ালেখা করছি।
আমরা কয়েকটি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা
জটের কবলে পড়েছি, যা আমাদের জন্য
ল অবস্থা। চাকরির বাজার বর্তমানে মন্দা।
ওপর চার বছরের কোর্স শেষ করতে যদি
ছর সময় লাগে তাহলে আমাদের অবস্থা

দাহরণ দিলে এই সেশন জ্যামের চিত্র স্পষ্ট
-

● আমাদের অনার্স ভর্তির সেশন ছিল
-২০০১।

● আমাদের অনার্স শেষ হয় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

● আমরা মাস্টার্সে ভর্তি হলাম ২০০৪-২০০৫ সেশনে।

এই তিনটি তথ্য থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাদের সেশনজটের অবস্থা। নিয়ম অনুযায়ী আমাদের অনার্স শেষ হওয়ার কথা ২০০৪ সালে। কাগজ-কলমে ২০০৪ সাল থাকলেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের মূল্যবান দু'টি বছর। আরো তথ্য দিচ্ছি যাতে বোঝা সম্ভব হবে আমাদের সেশনজট সম্পর্কে—

● আমরা ২০০৪ সালের অনার্স শেষ করি ২০০৬ সালে এবং শেষ করেই ভর্তি হই মাস্টার্সে।

● মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার পর আমরা প্রায় সাত মাস ক্লাসের মুখ দেখতে পাইনি।

● এর মূল কারণ আমাদের সঙ্গে আরো একটি ব্যাচ আছে, যারা আমাদের কিছুদিনের বড়।

● এর পরবর্তী আরেকটি ব্যাচ আমাদের সঙ্গে আছে, যারা আমাদের ইমিডেয়েট ছোট, যারা কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে মাস্টার্সে থাকবে।

এই হলো আমাদের বিভাগের অবস্থা। বর্তমানে আমাদের যে সাত মাস ক্লাস হয় না, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ইমিডিয়েট বড় ভাইদের বিদায় করতে না পারলে শিক্ষকেরা আমাদের ক্লাস নিতে পারবেন না। এই যদি আমাদের শিক্ষকদের অজুহাত হয় তাহলে আগামী তিন মাসের ভেতর কোনো ক্লাস হবে না। এই যে দশটি মাস চলে গেলো, এটা কি সেশনজট নয়? আমাদের পরবর্তী ব্যাচের ঠিক একই অবস্থা হবে। এটি হোলো আমাদের বিভাগের অবস্থা। এই সেশন জটের পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই অবহিত। তবে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে হয়, স্যাররা একটু আন্তরিক হলে তাঁরা একইসঙ্গে দু'টি ব্যাচের ক্লাস নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আর আমাদের শিক্ষকরা একই সঙ্গে সকাল-বিকালে দু'টি ব্যাচে ক্লাস নিলে এক বছর স্যারদের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রী এই সেশনজটের কবল থেকে বা ছোবল থেকে মুক্ত হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবো।

আমাদের স্যারদের পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও বিষয়টি গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করবেন। ছাত্র-শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি একটু আন্তরিক হন তাহলে সেশনজটমুক্ত একটা ক্যাম্পাস উপহার দেয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি। শিক্ষক ছাত্রের গর্ব, ছাত্র শিক্ষকের অহঙ্কার। যেমনটা প্লেটো ও অ্যারিস্টটল গর্ব ও অহঙ্কার ছিলেন পরস্পরের। আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রী এমনটা আশা করি এবং আমাদের অভিভাবকরাও এমনটা প্রত্যাশা করেন। আশা করি শিক্ষকরা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় রোধে তাদের কষ্ট স্বীকার করে আমাদের প্রতি আন্তরিক হবেন সকাল-বিকাল ক্লাস নিয়ে।

মো. আমির হোসেন (রানা)
দর্শন বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়